চেষ্টা
সফলতার চাবিকাটি

06-February-2020

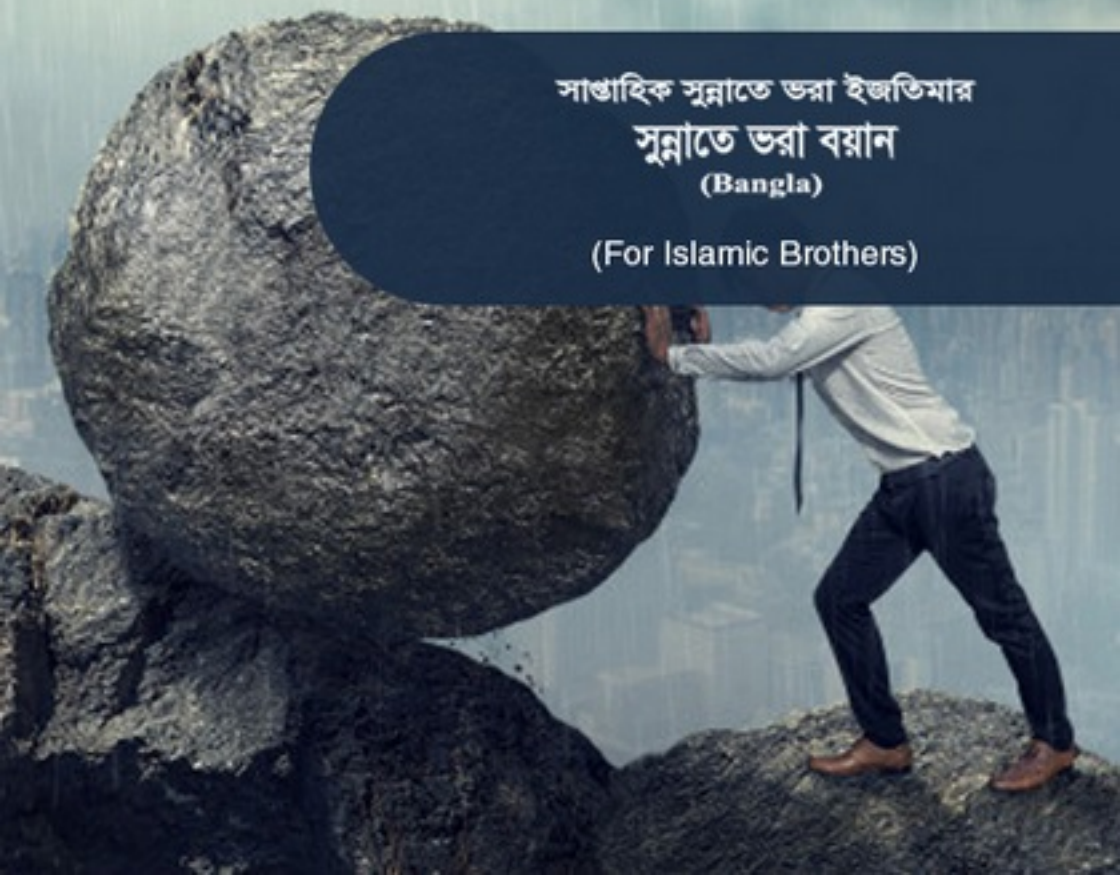

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন:** مَامِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللّٰهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُه وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ واٰلِهٖ وَسَلَّمَ اِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَ ت অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষণকারীরা যখন পরস্পর মিলিত হয় এবং মুসাফাহা (করমর্দন) করে আর **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করে তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। **(মুসনাদে আবী ইয়ালা, ৩/৯৫, হাদীস ২৯৫১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)**

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যতো বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✯ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়াবী কাজকর্ম হোক বা আখিরাতের ময়দান, সফলতা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা খুবই জরুরী। তাই বলা হয় যে, **"চেষ্টা সফলতার চাবিকাটি।"** আজকের বয়ানে আমরা চেষ্টার গুরুত্ব সম্পর্কে শ্রবণ করবো, পাশাপাশি এটাও শুনবো যে, কোন কাজে চেষ্টা করা উচিৎ। **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জিত হওয়ার চেয়ে বড় সফলতা আর কিছু হতে পারে না, এতবড় সফলতা অর্জন করার জন্য কোন বিষয়ে চেষ্টা করা উচিৎ, এটাও আজ বর্ণনা করা হবে। দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জনের জন্য পিতামাতার আনুগত্য এবং অন্যান্য নেকী অর্জনের চেষ্টা করা কতটুকু জরুরী, এটাও শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। লাগাতার চেষ্টায় লিপ্ত থাকাতে কিরূপ সফলতা অর্জিত হতে পারে, তারও ঘটনাবলী সম্বলিত কিছু পয়েন্টও আজকের বয়ানে শ্রবণ করবো।

আসুন! চেষ্টার গুরুত্ব সম্বলিত একটি শিক্ষামুলক ঘটনা শুনি:

পিঁপড়ার চেষ্টা

বলা হয়: একজন বাদশা কোন একটি এলাকা জয় করার জন্য ছয় বারেরও বেশি আক্রমণ করেছিলো, কিন্তু সেই এলাকা জয় করতে বিফল হলো। যখন তার শেষবারের আক্রমণও বিফল হলো তখন সে ক্লান্ত হয়ে হতাশ অবস্থায় ঘরে আরাম করার জন্য শুয়ে পরলো। ধারাবাহিক বিফল হওয়া আক্রমণ গুলো সম্পর্কে ভাবতে

ভাবতে হঠাৎ তার দৃষ্টি কক্ষের একটি দেয়াল বেয়ে উঠতে থাকা একটি পিঁপড়ার উপর পরলো। যা বারবার পড়ে যাওয়ার পরও দেয়ালে উঠার ইচ্ছা ছাড়লো না। কয়েকবার তো সে দেয়ালের শেষ অংশের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিলো কিন্তু আবারো নিচে পরে গেলো এবং আবারো দেয়াল বেয়ে উঠার চেষ্টায় লেগে রইলো। অবশেষে লাগাতার চেষ্টা করার পর সে নিজের উদ্দেশ্যে সফল হয়ে গেলো। বাদশা পিঁপড়ার এই কঠোর চেষ্টা দেখে তার মাঝে পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেলো, সে তার হতাশাকে দূর করে দিলো, নতুন এক প্রেরণায় আবারো সেই এলাকায় আক্রমণ করলো এবং নিজের উদ্দেশ্যে সফল হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পিঁপড়ার চেষ্টা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনা থেকে জানা গেলো! ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রম কখনো না কখনো অবশ্যই সফল হয়, নিজের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একটি পিঁপড়ার আচরণে আমাদের জন্য শিক্ষার অনেক কিছু বিদ্যমান। গন্তব্য যতই দূরে এবং কষ্টকর হোক না কেন পিঁপড়া অনেক সাহস করে নিজের উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং বড় বড় বাধা অতিক্রম করে তবেই ক্ষান্ত হয়। এরূপ নগন্য শরীরের কয়েকটি পিঁপড়া মিলে বড় বড় খাদ্য দানা নিজেদের গর্তে টেনে নিয়ে যায়, এটাও তাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে হয়ে থাকে। আমাদেরও পিঁপড়া থেকে শিক্ষা অর্জন করে ধারাবাহিক চেষ্টা করাকে নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নেয়া উচিৎ। ধারাবাহিক চেষ্টায় কঠিন কাজও পরিপূর্ণ হয়েই যায় আর চেষ্টা ব্যতীত সহজ কাজও অনেক কঠিন মনে হতে থাকে।

চেষ্টা কোথায় করবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! ✲ আমাদের চেষ্টা সেই সকল কাজ সমূহে করা উচিৎ, যেসকল কাজ **আল্লাহ পাক** এবং **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির উপলক্ষ্য হবে, ✲ যা করাতে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ হয়, ✲ যা দ্বীন ইসলামের উন্নতির মাধ্যম হয়, ✲ যা করাতে দুনিয়ায় আমাদের আসার উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে, ✲ যেসকল কাজে আমাদের দেশ ও জাতির উপকার হয়,

✻ যে কাজ করাতে **আল্লাহ**র সৃষ্টি উপকৃত হবে এবং তা কারো জন্য অন্যায়ভাবে কষ্টের কারণ যেনো না হয়, কোরআনে করীমে **আল্লাহ পাক** আপন পথে চেষ্টাকারীদের সফলতার সুসংবাদ প্রদান করেন। যেমনটি ২১তম পারা সূরা আনকাবুতের ৬৯নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ

(পারা ২১, সূরা আনকাবুত, আয়াত ৬৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায় অবশ্যই আমি তাদেরকে আপন পথ দেখাবো।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে এই আয়াতে করীমার আলোকে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার সারমর্ম হলো:

(১)...যারা **আল্লাহ পাকে**র আনুগত্য করার চেষ্টা করবে, তাদেরকে অবশ্যই সাওয়াবের পথ দেখানো হবে।

(২)...যারা তাওবা করার চেষ্টা করবে, অবশ্যই তাদেরকে একনিষ্ঠতার পথ দেখানো হবে।

(৩)...যারা ইলম অর্জনের জন্য চেষ্টা করবে, অবশ্যই তাদেরকে আমলের পথ দেখিয়ে দেয়া হবে।

(৪)...যারা সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে, তাদেরকে জান্নাতে পথ দেখানো হবে। (সীরাতুল জিনান, ৭/৪০৯)

হে আশিকানে রাসূল! এই আয়াতে করীমা এবং এর তাফসীর দ্বারা জানা গেলো! যে ব্যক্তি ভাল কাজ করবে, সে তার ফলও ভালই পাবে। **আল্লাহ পাকে**র দয়ায় আশা করা যায় ✻ যে ব্যক্তি পিতামাতার আনুগত্যের চেষ্টা করবে তবে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা তার কদমে এসে চুমু খাবে। ✻ যে ব্যক্তি মুসলমানকে আহার করানোর চেষ্টা করবে, আখিরাতের ধাপসমূহ তার জন্য সহজ হয়ে যাবে, ✻ যে ব্যক্তি সদকা দেয়ার চেষ্টা করবে, তার সম্পদে বরকত হতে থাকবে, ✻ যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে তাওবা করার চেষ্টা করবে, তার একনিষ্ঠতার দৌলত নসীব হবে, ✻ যে ইলম অর্জনের চেষ্টা করবে, তার আমলের ময়দানে সফলতা নসীব হবে, ✻ যে সুন্নাতের প্রসারের চেষ্টা করবে, তবে জান্নাতের মতো নেয়ামতের অধিকারী হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। **আল্লাহ** পাকের সন্তুষ্টি অর্জনে দুনিয়াও সজ্জিত হয়ে যায় এবং আখিরাতও ঝলমল হয়ে উঠে। মনে রাখবেন! **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়, মানুষের চেষ্টার পর সফলতা প্রদানকারী **দয়ালূ বর তাঁর** পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন:

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ

(পারা ১০, সূরা তাওবা, আয়াত ৭২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর **আল্লাহ** পাকের সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির ন্যায় সফলতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে সেই অনুযায়ী **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা উচিৎ। কেননা ইবাদত কবুলের জন্য আবশ্যক যে, তা এমন পদ্ধতিতে করা, যেমনটি শরীয়ত আদেশ দিয়েছে। মনে রাখবেন! ✲ জ্ঞান অর্জন করে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা হলো শয়তানের ফাঁদ থেকে বের হওয়ার উপায়। ✲ **আল্লাহ** পাকের নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। ✲ গুনাহের রোগ থেকে আরোগ্য লাভের ঔষধ। ✲ জাহেরী ও বাতেনী সংশোধনের উপায়। ✲ রূহের সতেজতার মাধ্যম। ✲ জ্ঞান অর্জন করে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা ঐ মাধ্যম, যা মানুষকে **আল্লাহ পাকের** নিকটতম করে দেয়। এই কারণেই আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن সর্বদা ইলম ও শরীয়তের বিধান অনুযায়ী **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে লিপ্ত থাকা এবং ফরয ও ওয়াজিব আদায় করার পাশাপাশি নফলের আধিক্য করে **আল্লাহ** পাকের সন্তুষ্ট অর্জন করার চেষ্টায় মগ্ন থাকতেন। আসুন! বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن ইবাদতের ঘটনাবলী শ্রবণ করি:

গাউছে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর ইবাদত

মানব ও জ্বিনদের গাউছ, হুযুর শেখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه ৪০ বছর পর্যন্ত ইশার অযু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করতে থাকেন, ১৫ বছর

পর্যন্ত সারারাতে একবার কোরআনে পাক খতম করতে থাকেন। (বাহজাতুল আসরার, ১১৮ পৃষ্ঠা) প্রতিদিন একহাজার (১০০০) রাকাত নফল নামায আদায় করতেন।

(তাফরীহুল হাতির, ৩৬ পৃষ্ঠা)

সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইবাদত

হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তাঁর ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলেন: আমি আমার **দয়ালূ রবে**র দীদার করেছি, তখন **দয়ালূ রব** আমাকে ইরশাদ করলেন: হে ইবনে সাঈদ! তোমায় মুবারকবাদ, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, কেননা যখন রাত হয়ে যেতো তখন তুমি অশ্রুসিক্ত ও অন্তরের নম্রতা সহকারে আমার ইবাদত করতে, জান্নাত তোমার সামনে বিদ্যমান, যেই অট্টালিকা নিতে চাও নিয়ে নাও এবং তুমি আমার যিয়ারত করতে থাকো, কেননা আমি তোমার থেকে দূরে নই। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, সুফিয়ান সাওরী, ৭/৭৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কিরূপ চেষ্টা করতেন, দিন হোক বা রাত তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য একই থাকতো যে, আমাকে আমার **দয়ালূ রবকে** সন্তুষ্ট করতে হবে, যখন এই মাহাত্ম ব্যক্তিত্বগণ **আল্লাহ পাকে**র ইবাদত এমনভাবে করতো, যেমনটি করার আদেশ রয়েছে, তখন **দয়ালূ রব** তাঁদেরকে আপন সন্তুষ্টির সুসংবাদ শুনান। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে আমরা দুনিয়াবী কার্যকলাপে তো একে অপরের থেকে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করে থাকি, যেমন; কারো আলিশান বাড়ি দেখে তার মতো বানানোর আকাঙ্ক্ষা করি, কাউকে উন্নত পোশাক পরিধান করতে দেখলে তবে তেমনই পরিধান করার আকাঙ্ক্ষা করি, কারো নতুন গাড়ি বা সফল ব্যবসা দেখে মুখে পানি চলে আসে। দুনিয়াবী ধন সম্পদের ভালবাসা এতবেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, দিনরাত তা অর্জনের জন্য কষ্ট সহ্য করতে এবং চেষ্টা করতে সামান্যতমও ক্লান্ত হইনা।

কখনো কি কাউকে নেকী করতে দেখে আমাদের মাঝেও নেকীর চেষ্টা করার প্রেরণা জাগ্রত হয়েছে? কখনো কি কাউকে মসজিদের দিকে যেতে দেখে আমাদেরও পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে প্রথম সারিতে আদায় করার চেষ্টা করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে? কাউকে মিসওয়াক, চেহারায় দাড়ি শরীফ এবং মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফ দ্বারা সাজাতে দেখে কখনো কি এই সুন্নাতগুলো পালনের প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে? কোন ইসলামী ভাইকে মাদানী দরস, এলাকায়ে দাওরা, সাপ্তাহিক ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করতে দেখে আমরাও কি সেই কাজের জন্য চেষ্টা করেছি? আহ! যদি অপরকে নেক কাজে লিপ্ত দেখে আমাদের মাঝেও নেককার হওয়ার জন্য চেষ্টা করার প্রেরণা সৃষ্টি হতো। আসুন! ইবাদতের আগ্রহ বৃদ্ধির নিয়্যতে এক বুযুর্গ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ঘটনা শ্রবণ করি:

সারা রাত ইবাদত এবং সারাদিন রোযা

হযরত হাবীব নাজ্জার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সারারাত ইবাদত করতেন, সারাদিন রোযা রাখতেন, ইফতারের জন্য যা খাবার উপস্থিত হতো তাও অন্যের মাঝে বন্টন করে দিতেন এবং স্বয়ং সারারাত ক্ষুধার্ত অবস্থায়ই ইবাদতে অতিবাহিত করে দিতেন। যখন সকাল নিকটবর্তী হতো তখন বিনয় ও নম্রতার সহিত **আল্লাহ** পাকের দরবারে এভাবে দোয়া করতো: আমি উদাসিনতার সাগরে ডুবে আছি এবং গুনাহের ময়দানে চলছি। **ইয়া ইলাহী!** তোমার এই নিকৃষ্ট, গুনাহগার এবং অসুস্থ বান্দা তোমার দয়াময় দরজায় উপস্থিত আর তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছে। (আর রওযুল ফায়েক, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الۡمُبِیۡن **আল্লাহ পাকে**র ইবাদতের কিরূপ প্রেরণা ও আগ্রহ রাখতেন এবং অধিকহারে ইবাদত করার পরও **আল্লাহ পাকে**র দরবারে বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করে তা কবুলের দোয়া করতেন। ✲ আমাদেরও অধিকহারে **আল্লাহ পাকে**র ইবাদত করে **আল্লাহ**র সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করা উচিৎ। ✲ আমাদেরও **আল্লাহ পাকে**র ইবাদত করে কবরকে আলোকিত করার উপলক্ষ্য বানানো উচিৎ। ✲ হাশরের গরম থেকে মুক্তির উপলক্ষ্য করা উচিৎ। ✲ মিযানে নেকীর পাল্লাকে ভারী করার কিছু উপলক্ষ্য করা উচিৎ। ✲ পুলসিরাত অতিক্রম করার উপলক্ষ্য করা উচিৎ।

✻ আমাদেরও **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা অর্জন করার উপলক্ষ্য করা উচিৎ।

মনে রাখবেন! **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে **তাঁর** ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, এই উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার জন্য মানুষকে দুনিয়ায় খুবই অল্প সময়ের জন্য পাঠানো হয়েছে, আমাদের এই সময়েই কবর ও হাশরের ধাপগুলোর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, সুতরাং বুদ্ধিমান লোক সেই, যে এই স্বল্প সময়কে গনিমত মনে করে কবর ও হাশরের প্রস্তুতিতে লিপ্ত হয়ে যায় এবং মূহুর্ত পরিমাণও নিজের সময়কে অহেতুক কাজে নষ্ট করে না, কেননা কেউ জানে না যে, পরবর্তী মূহুর্তে সে জীবিত থাকবে নাকি মৃত্যু তাকে সর্বদার জন্য গভীর ঘুম পাড়িয়ে দিবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা পেতে অসংখ্য নেককাজ দৃঢ়তার সহিত অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা খুবই জরুরী। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও আমলের পাশাপাশি হকসমূহ আদায়েরও খুবই গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের ভাল আচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার হলো আমাদের পিতামাতা, পিতামাতার আনুগত্যের চেষ্টা করাও দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার মাধ্যম হতে পারে। নিশ্চয় পিতামাতা **আল্লাহ পাকের** অনেক বড় নেয়ামত, তাঁদের আনুগত্য করা, তাঁদের প্রয়োজনাদী পূর্ণ করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকা এমন নেকী, যা মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল করে দিতে পারে। ইতিহাস সাক্ষী, যারা আপন পিতামাতার আনুগত্যে সচেষ্ট ছিলো, **আল্লাহ পাক** তাঁদেরকে এমন মর্যাদা দান করেছেন যে, কেউ তাবেঈনদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন, কেউ সকল আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সর্দার হয়ে গেলেন, কেউ নিজস্ব যুগের মুজাদ্দিদের মর্যাদা লাভ করেন আর কেউ **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির সুসংবাদ লাভ করেন। কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের অন্তরে তাঁদের ভালবাসা অটুট থাকবে। আসুন! পিতামাতার আনুগত্যে সচেষ্ট বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن দু'টি ঘটনা শ্রবণ করি।

(১) মায়ের সেবা এবং বিলায়তের মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: তীব্র শীতের এক রাতে আমার মা আমার নিকট পানি চাইলেন, আমি গ্লাস ভর্তি পানি নিয়ে আসলাম কিন্তু তখন মায়ের ঘুম এসে গিয়েছিলো, আমি ঘুম থেকে জাগানো উচিৎ মনে করলাম না, পানির গ্লাস হাতে নিয়ে এ অপেক্ষায় মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিলাম যে, তিনি জাগ্রত হলেই পানি প্রদান করবো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেলো এবং গ্লাস থেকে গড়িয়ে কিছু পানি আমার আঙ্গুলে জমে গিয়ে বরফ হয়ে গিয়েছিলো। যাহোক যখন আম্মাজান জাগ্রত হলেন আমি পানির গ্লাস উপস্থাপন করলাম, বরফের কারণে লেগে থাকা আঙ্গুল হতে গ্লাস যখনই পৃথক হলো চামড়া উঠে গেলো এবং "রক্ত" প্রবাহিত হতে লাগলো, আম্মাজান দেখে বললেন: "এটা কিভাবে হলো?" আমি পুরো ঘটনা বর্ণনা করলাম, তখন তিনি হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন: **হে আল্লাহ! আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট থেকো**। (সামুদ্রীক গম্বুজ, ৪র্থ পৃষ্ঠা)

(২) ডাকাতরা তাওবা করে নিলো

হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য কাফেলার সাথে জিলান থেকে বাগদাদের দিকে রওয়ানা হলেন, যখন হামদান ছেড়ে সামনে অগ্রসর হলেন তখন ষাট (৬০) জন ডাকাত কাফেলার উপর ঝাঁপিয়ে পরলো এবং সম্পূর্ণ কাফেলাকে লুণ্ঠন করে নিলো। হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: কেউ আমার থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করলো না, একজন ডাকাত আমার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো: হে ছেলে! তোমার নিকট কিছু আছে কি? আমি উত্তরে বললাম: হ্যাঁ। ডাকাতটি বলতে লাগলো: কি আছে? আমি বললাম: চল্লিশটি দিনার। সে জিজ্ঞাসা করলো: কোথায়? আমি বললাম: বগলের নীচে। ডাকাতটি ঠাট্টা মনে করে চলে গেলো। এরপর আরেকটি ডাকাত এলো এবং সেও এভাবে প্রশ্ন করলো, আমি তাকেও একই উত্তর দিলাম এবং সেও একইভাবে ঠাট্টা মনে করে চলে গেলো। যখন সকল ডাকাত সর্দারের নিকট একত্র হলো তখন তারা তাদের সর্দারকে আমার সম্পর্কে বললো, তখন আমাকে সেখানে ডাকা হলো, তারা লুণ্ঠিত মাল বন্টনে ব্যস্ত ছিলো। ডাকাত সর্দার আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো: তোমার নিকট কি আছে? আমি

বললাম: চল্লিশ দিনার আছে। ডাকাত সর্দার ডাকাতদের আদেশ দিয়ে বললো: একে চেক করো। চেক করাতে যখন সত্য প্রকাশ হলো তখন সে আশ্চার্য হয়ে প্রশ্ন করলো: তোমাকে সত্য কথা বলতে কোন বিষয়টি উদ্ভুদ্ধ করলো? আমি বললাম: আমার আম্মাজানের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا উপদেশ। সর্দার বললো: সেই উপদেশ কি ছিলো? আমি বললাম: আমার সম্মানিতা আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا আমাকে সর্বদা সত্য কথা বলার আদেশও দিয়েছেন এবং আমি তাঁর সাথে ওয়াদা করেছি যে, সত্য কথা বলবো। একথা শুনে ডাকাত সর্দার বলতে লাগলো: ছেলেটি তাঁর মায়ের সাথে করা ওয়াদার বিরুদ্ধ করলো না আর আমি সারা জীবন আপন দয়ালু রবের সাথে করা ওয়াদার বিরুদ্ধে অতিবাহিত করেছি। তখনই সেই সর্দার তার সাথীদের নিয়ে তাওবা করলো এবং কাফেলার লুণ্ঠিত মাল ফিরিয়ে দিলো। **(বাহজাতুল আসরার, ১৬৮ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে গাউছে আযম! আপনারা শুনলেন তো যে, হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন নিজের সম্মানিতা আম্মাজানের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا কৃত উপদেশের উপর আমল করলো তখন **আল্লাহ পাক** সারা জীবন ডাকাতি করা ব্যক্তিকে তাওবা করার তৌফিক দান করলেন, কিন্তু আফসোস! বর্তমানে ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের কারণে এমনও গন্ডমুর্খ রয়েছে, যারা পিতামাতাকে বিভিন্ন কষ্ট দিয়ে থাকে, যারা পিতামাতার সাথে কথায় কথায় ঝগড়া বিবাদ করে, পিতামাতাকে খুশি করার পরিবর্তে নিজেদের আত্মতৃপ্তির পেছনে পরে পিতামাতাকে কষ্ট দেয়, যেখানে নিজের ইচ্ছা হয় সেখানে জায়িয ও নাজায়িয পদ্ধতিতে পিতামাতাকে জোড় করে রাজি করানোর চেষ্টা করে থাকে। যেমন;

কেউ বলে! আমি অমুককে বিবাহ করবো, আমার পিতামাতা কি জানে, ব্যস আমার ইচ্ছাই চলবে, যা আমি জানি, তা আমার পিতামাতা জানে না।

কেউ বলে! আমার বন্ধুদের নিকট তো দামী মোবাইল আছে আর আমার নিকট সাধারণ মোবাইলও নেই, আমার কি এই যুগে বসবাস করার কোন অধিকার নেই?

কেউ বলে! আমার স্কুল/কলেজের ছাত্ররা আনন্দ ভ্রমনের জন্য বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রে যায়, স্বাধীনভাবে চলাফেলা করে, কিন্তু আমার পিতামাতার আমার প্রতি কোন

অনুভূতি নেই, আমারও তো কিছু চাহিদা আছে, আমি শুধু ঘরের চার দেয়ালেই বন্দি থাকবো?

কেউ বলে! আমার সাথীদের পোশাক খুবই সুন্দর ও দামী হয়, আমার সাধারণ পোশাকের কারণে আমার তাদের সাথে চলাফেরা করতে লজ্জা লাগে।

কেউ বলে! আমার অমুক অমুক বন্ধু বড় বড় গাড়িতে ঘুরাফেরা করে, আমাকে গাড়ি না হোক, কমপক্ষে স্কুটার তো কিনে দিন।

হে গাউছে পাকের ভালবাসার দাবীকারীরা! আমাদের আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কি পিতামাতার সেবা করতেন না? গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কি মায়ের আনুগত্যে নিজের ৪০ দিনার উৎসর্গ করে দেননি? বায়েজিত বোস্তামি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কি সারারাত পানির গ্লাস হাতে নিয়ে মায়ের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন না? **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে আমাদের পিতামাতাকে সন্তুষ্ট রাখার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "এলাকায়ে দাওরা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রত্যেক নেক ও জায়িয কাজে চেষ্টা করার প্রেরণা পেতে, **আল্লাহ**র ইবাদতের আগ্রহ নিজের মাঝে জাগ্রত করতে, নেকীর উপর স্থায়ত্বি এবং পিতামাতার আনুগত্য বৃদ্ধি করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করুন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ হলো **"এলাকায়ে দাওরা"**। এই মাদানী কাজের অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে, যেমন; **"এলাকায়ে দাওরা"**র বরকতে এলাকায় ব্যাপকভাবে মাদানী কাজ প্রসারিত হয়, এলাকায় ব্যাপকভাবে মাদানী কাজ বৃদ্ধি পায়, নতুন নতুন ইসলামী ভাই মাদানী পরিবেশের নিকটবর্তী হয়,**"এলাকায়ে দাওরা"**র বরকতে বেনামাযীদের নামাযী বানানোর সৌভাগ্য নসীব হয়। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া অর্জিত হয়। নেকীর দাওয়াত দেয়ার সুযোগ অর্জিত হয়।

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক এই মাদানী কাজ **"এলাকায়ে দাওরা"** এর বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা **"এলাকায়ে দাওরা"** অধ্যয়ন করুন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল যিম্মাদারগণ, বিশেষকরে কাফেলা মজলিশের নিগরান ও সদস্যরা তো এই পুস্তিকাটি অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। এই পুস্তিকাটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে পড়াও যাবে। এই পুস্তিকা অধ্যয়নের বরকতে আপনারা জানতে পারবেন। ✲ নেকীর দাওয়াত দেয়ার শরয়ী বিধান ✲ নেকীর দাওয়াত দেয়ার ১৩টি ফযিলত ও উপকারীতা ✲ মসজিদ আলোকিত করার উপায় ✲ এলাকায়ে দাওরার পয়েন্ট ✲ এলাকায়ে দাওরার পদ্ধতি ✲ এলাকায়ে দাওরা আদব ✲ এলাকায়ে দাওরা সম্পর্কে মারকাযী মজলিশে শূরার বৈঠক সমূহ হতে নির্বাচিত পয়েন্ট ইত্যাদি।

আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে **"এলাকায়ে দাওরা"** এর একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

মসজিদ আবাদ হয়ে গেলো

করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের কাফেলা পাঞ্জাব শহরের একটি মসজিদে পৌঁছলো। দরজায় তালা লাগানো ছিলো, দরজা খুলতেই দেখা গেলো চারিদিকে ধূলোবালিতে ভরা, এমন লাগছে যেনো অনেকদিন ধরে মসজিদ বন্ধ হয়ে আছে, তারা কাফেলার সদস্যদের সাথে মিলেমিশে পরিষ্কার করলো, আসরের নামাযের পর এলাকায়ে দাওরার জন্য খেলার মাঠে গেলো এবং খেলায় মগ্ন যুবকদেরকে নেকীর দাওয়াত দিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه অনেক যুবক সাথে সাথেই তাদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো, মসজিদে এসে তাদের সাথে নামায পড়ার এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলো, তাদের বুঝানোর ফলে তারা মসজিদটিকে আবাদ করার নিয়্যত করে নিলো। এই দৃশ্য দেখে সেখানে বিদ্যমান এক বৃদ্ধ অশ্রুসিক্ত হয়ে বলতে লাগলো: আমি তো মানুষদেরকে মসজিদ আবাদ করার জন্য বলতে থাকতাম, কিন্তু আমার কথা কেইবা শুনতো? اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ আশিকানে রাসূলের কাফেলা এবং এলাকায়ে দাওরার বরকতে এই মসজিদ আবাদ হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আমরা শুনছিলাম যে, প্রচেষ্টাকারীরা কিভাবে সফল হয়। মনে রাখবেন! ইবাদতের জন্য ইলমের প্রয়োজন এবং ইলম অর্জনের জন্য চেষ্টা করা খুবই জরুরী। আসুন! এসম্পর্কে একজন অনেক বড় আলিম সাহেবের ঘটনা শ্রবণ করি যে, তাঁর চেষ্টার কারণে তাঁর উপর কিরূপ দয়া হলো।

প্রচেষ্টাকারী সফল শিক্ষার্থী

হযরত আল্লামা সাআদুদ্দীন তাফতাযানি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ যাঁর কিতাব আলিম কোর্সের নিসাবে অন্তর্ভূক্ত। তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ কাযী আবদুর রহমান শীরাযী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এর দরসের আসরে সবচেয়ে কম মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থী ছিলো, বরং কম মেধা সম্পন্নের উদাহরণ তাকে দিয়েই দেয়া হতো। কিন্তু তারপরও তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ সাহস হারালেন না বরং কারো কোন কথাই গ্রাহ্য না করে নিজের পাঠ পড়া এবং মুখস্ত করার জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম অব্যাহত রাখতেন। একদিন তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ পাঠ মুখস্ত করতে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় একজন অচেনা ব্যক্তি এসে বললো: সাআদুদ্দীন! উঠো, চলো আমরা ঘুরতে যাই। তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বললেন: “আমাকে ঘুরাফেরা করতে সৃষ্টি করা হয়নি। (আমার অবস্থা এমন যে,) অধ্যয়ন করার পরও আমি কিছুই বুঝতে পারিনা, তো আমি কিভাবে ঘুরতে যেতে পারি? একথা শুনে সেই ব্যক্তি চলে গেলো কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবারো ফিরে এলো এবং ঘুরতে যেতে বললো। তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ একই উত্তর দিলেন। সে আবারো চলে গেলো কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবারো ফিরে এলো এবং এবার বলতে লাগলো: আপনাকে **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ডেকেছেন। একথা শুনে তাঁর শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গেলো এবং খালি পায়েই **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীদারের জন্য দৌঁড়ে গেলো এমনকি শহরের বাইরে একটি স্থানে পৌঁছে গেলো, যেখানে **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একটি ঘন গাছের ছায়ায় উপবিষ্ট রয়েছেন। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সাআদুদ্দীন তাফতাযানী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ কে দেখে মুচকি হেসে ইরশাদ করলেন: আমার বারবার ডাকার পরও আপনি এলেন না? তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ খুবই বিনয়ী সুরে আরয করলেন: “**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি জানতাম যে, আপনি আমাকে ডাকছেন এবং আপনি তো আমার কম মেধা ও মুখস্তশক্তি সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত

আছেন, আমি আপনার দরবারে আমার এই রোগ থেকে আরোগ্য প্রত্যাশী।” হযরত সাআদুদ্দীন তাফতাযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফরিয়াদ শুনে দয়ার সাগরে জোয়ার এসে গেলো, **নবীয়ে রহমত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “তোমার মুখ খোল।” তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুখ খুললে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন থুথু মুবারক তাঁর মুখে ঢেলে দিলেন, তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং সফলতার সুসংবাদ প্রদান করে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য ইরশাদ করলেন। পরদিন যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাযী আবদুর রহমান শিরাযীর দরসে উপস্থিত হলেন তখন পাঠদান কালে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওস্তাদ সাহেবের দরসে কিছু জ্ঞানগর্ব প্রশ্ন করলেন, দরসে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের মর্ম বুঝতে পারলো না এবং অহেতুক ও অর্থহীন মনে করে তাঁর কথাকে অগ্রাহ্য করতে লাগলো, কিন্তু তাঁর ওস্তাদ কাযী সাহেব যিনি জ্ঞানের ময়দানে অশ্বারোহী ছিলেন, তাঁর জ্ঞানগর্ব কথা শুনে কেঁদে দিলেন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: “হে সাআদুদ্দীন! আজ তুমি তা নও, যা তুমি কাল ছিলে।” অতঃপর হযরত সাআদুদ্দীন তাফতাযানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পুরো ঘটনা ওস্তাদ সাহেবের নিকট বর্ণনা করলেন। (শযরাতুয যাহাব, ৭/৬৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণনাকৃত ঘটনায় যেমনিভাবে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হযরত আল্লামা সাআদুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি অনুগ্রহ, দয়া এবং চাহিদা পূরণ করা সম্পর্কে জানা গেলো, তেমনিভাবে এর থেকে আরো অনেকগুলো পয়েন্ট অর্জিত হলো, যেমন; ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য অধ্যবসায়ের চেষ্টা সর্বদা সফল হয়, যেমনটি হযরত আল্লামা সাআদুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চেষ্টা এবং অধ্যবসায় তাঁকে সফল করে দিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর যুগের অনেক বড় আলিমে দ্বীন হন এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক কিতাবও লিপিবদ্ধ করেন।

মনে রাখবেন! ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য চেষ্টা করা এমন একটি নেকী, যা মানুষকে সফলতার সিঁড়ি অতিক্রম করতে সাহায্য করে থাকে, জ্ঞানের মাঠে সফলতার পাশাপাশি দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার উপলক্ষ্য হয়, কেননা ✲ জ্ঞানও মানুষকে হালাল ও হারামের পরিচয় করিয়ে থাকে, ✲ ফরয জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক এবং **আল্লাহ**র সন্তুষ্টি লাভের উপায়, ✲ জ্ঞান **আল্লাহ পাকে**র নির্দেশ

সমূহ জানার মাধ্যম, ✻ জ্ঞান, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর রেখে যাওয়া সম্পদ, ✻ জ্ঞানের কারণে মানুষের ফযীলত সৃষ্টির মাঝে প্রকাশ করা হয়েছে, ✻ জ্ঞান হলো নূর, ✻ জ্ঞান অজ্ঞতাকে দূর করে, ✻ মানুষের অধিকার সম্পর্কে জানা এবং ঝগড়া বন্ধ করার মাধ্যম, ✻ খোদাভীতি অর্জনের উপায়, ✻ জান্নাতবাসীদের পথের নিদর্শন, ✻ জ্ঞান হলো ভয়ে প্রশান্তি, ✻ সফরের সাথী, ✻ একাকিত্বের সাথী, ✻ অভাব ও স্বচ্চলতায় পথনির্দেশক, ✻ শত্রুদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার, ✻ বন্ধুদের নিকট অলঙ্কার, ✻ জ্ঞানের মাধ্যমে **আল্লাহ পাক** জাতিকে মর্যাদা দান করে কল্যাণের ব্যাপারে নেতা ও ইমাম বানিয়ে দেয়, ✻ জ্ঞান অজ্ঞতার বিপরীতে অন্তরকে জীবিতকারী, ✻ অন্ধকারের বিপরীতে নয়নের আলো, ✻ জ্ঞানের মাধ্যমে বান্দা আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর মর্যাদা পেয়ে যায় এবং ✻ জ্ঞান এমন নূর, যদি কোন কম মেধাবীও তা অর্জন করার চেষ্টা করে, তবে সেও সফলতার ধাপগুলো অতিক্রম করে নেয়।

প্রচেষ্টাই সফল করে দিলো

হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর শাগরেদ (ছাত্র) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললেন: তুমি তো খুবই কম মেধা সম্পন্ন (Unintelligent) ছিলে, কিন্তু তোমার প্রচেষ্টা এবং অধ্যবসায় তোমাকে অগ্রসর করেছে, সুতরাং সর্বদা অলসতা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা অলসতা একটি অনেক বড় আপদ এবং অপয়া বিষয়। (রাহে ইলম, ৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে গাউছে আযম! আপনারা শুনলেন যে, কোটি কোটি হানাফীদের ইমাম হযরত ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর বিশেষ শাগরেদ হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে উপদেশ দিলেন যে, অলসতা থেকে বেঁচে থেকো, কেননা এটা অনেক বড় আপদ ও অপয়া বিষয়, যার কারণে মানুষ সফলতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, অলসতার কারণে মানুষ তার উদ্দেশ্য অর্জনে বিফল হয়ে যায়। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লাগাতার চেষ্টার কারণে নিজের যুগের অনেক বড় আলিমে দ্বীন, মুফতী এবং কাযী হয়েছিলেন। মনে রাখবেন! অলসতা সফলতার পথে

অনেক বড় প্রতিবন্ধক, তা এমনই অপয়া অভ্যাস, যার কারণে অন্যান্য অসংখ্য মন্দ অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে যায়। বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই এবং বিপদাপদ সব এই অলসতার ফল। সুতরাং এই অভ্যাসকে কখনোই নিজের নিকটে আসতে দেয়া উচিৎ নয় বরং দ্বীনি ও দুনিয়াবী কাজে সর্বদা সাহস করে লেগে থাকা উচিৎ, কেননা পরিশ্রমী লোক সকলের প্রিয় হয়ে থাকে এবং অলস লোক সব জায়গায় হোঁচট খেয়ে থাকে। অলস লোকেরা না দুনিয়ার কাজ করতে পারে না দ্বীনের কাজ করতে পারে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের উৎসাহ ও প্রশিক্ষণের জন্য এই দোয়া করতেন: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْکَسَلِ অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! আমি অলসতা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। **(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫ম অধ্যায়, ৭১/২৯৪, হাদীস ৩৪৯৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উম্মতের সংশোধন এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

হে আশিকানে রাসূল! আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ঐসকল ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একজন, যাঁদেরকে **আল্লাহ পাক** অনেক উৎকর্ষতা ও গুণাবলী দান করেছেন, যার মাঝে উম্মতের সংশোধনের প্রেরণা সমৃদ্ধ মন, পাহাড়ের চেয়ে বেশি শক্তিশালী সাহস, যেকোন বিষয় সঠিকভাবে বুঝার আশ্চার্যজনক সক্ষমতা, নেকীর দাওয়াতে আসা সমস্যাকে সমাধান এবং অসুবিধাকে মোকাবেলা করার সাহসের ন্যায় মহান গুণাবলী রয়েছে। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রথম প্রথম একাই গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতেন, তাঁর পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা আসে কিন্তু তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত নিজের চেষ্টা অব্যাহত রেখে গন্তব্যের দিকে সফর অব্যাহত রেখেছেন। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র শুরুতে দিনে অনেক সময় একের অধিক বয়ান করতেন এবং বাস, ট্রেনে সফর করে মসজিদে মসজিদে, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে নিজেই চলে যেতেন। প্রাথমিক দিকে অনেক সময় এমনও হতো যে, বাড়িতে আসার সময় বাস অর্ধেক রাস্তায় নামিয়ে দিতো, রিক্সা বা টেক্সি ভাড়ার সামর্থ্য না থাকার কারণে অর্ধেক রাতে পাঁচ, ছয় কিলোমিটার পায়ে হেঁটে বাড়িতে আসতে হতো। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নেকীর দাওয়াত দেয়ার পাশাপাশি অসুস্থদের

দেখতে যেতেন, দুর-দুরান্তে গিয়ে জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন এবং আনন্দ ও শোকের সময় মুসলমানদের এমনভাবে মনখুশি করতেন যে, তারা প্রভাবিত না হয়ে পারতো না। তাঁর লাগাতার চেষ্টা এবং এর উপর অধ্যবসায়ের ফলে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বার্তা দুনিয়াজুড়ে পৌঁছে গেছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মানুষের ব্যক্তিত্বকে সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করার জন্য আমলীভাবে চেষ্টা করেছেন, মিথ্যা, গীবত, চুগলী এবং অশ্লীল কথাবার্তার ন্যায় অনেক জাহেরী ও বাতেনী রোগ থেকে মুক্তি দেয়ার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেন, নিজের আমলের নীরিক্ষণ করার জন্য উম্মতে মুসলিমার প্রত্যেক লোক, সে বৃদ্ধ হোক বা যুবক, পুরুষ হোক বা নারী, মাদরাসাতুল মদীনার শিক্ষার্থী হোক বা জামেয়াতুল মদীনার শিক্ষার্থী, তাদেরকেও মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে নিজের আমলের পরিসংখ্যান করার মানসিকতা প্রদান করেন, স্পেশাল অর্থাৎ বোবা বধির এবং অন্ধ ইসলামী ভাইদেরও মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে নিজের আমলের পরিসংখ্যান করার মানসিকতা প্রদান করেন। যারা কারাগারে বন্দিত্বের জীবন অতিবাহিত করছে তাদেরকে ও মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে নিজের আমলের পরিসংখ্যান করার মানসিকতা প্রদান করেন। যেই সৌভাগ্যবানরা হারামাঈন তায়্যিবাঈনের মুবারক সফরের বরকতে নিজের জীবন মক্কা ও মদীনার হৃদয়গ্রাহী পরিবেশে অতিবাহিত করছে, তাদেরও মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে নিজের আমলের পরিসংখ্যান করার মানসিকতা প্রদান করেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বরকতময় সহচর্য আসলে '**চরিত্র গঠনে**'র এমন এক কারখানা, যেখানে মানুষের জাহেরী ও বাতেনী মরিচাকে দূর করে **আল্লাহ**র ভালবাসা এবং ইশকে মুস্তফার সূধা পান করানো হয়, আচার ও আচরণের সুগন্ধি এতে লাগানো হয়, এতে উত্তম আমলের রঙ দ্বারা সজ্জিত করে সমাজের জন্য আকর্ষণীয় বানানো হয়, দ্বীনে ইসলামের এমন আকর্ষণ ও ভাবনা তার মন ও মননে প্রদান করা হয়, যা তাকে একজন নীতিবান মানুষ, দ্বীনে ইসলামের মুবাল্লিগ এবং সমাজের কল্যাণকামী হতে সাহায্য করে থাকে।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সামাজিক সংশোধনের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নেকীর দাওয়াত প্রসার এবং

সমাজের সংশোধনের জন্য নিজেই কাফেলায় সফর করে এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তাকে হাইলাইট করেছেন আর এই নেকীর কাজকে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে এমন হাজারো মুবাল্লিগ প্রস্তুত করেছেন, যারা অমুসলিমদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেয়া, ফাসিকদের মুত্তাকী বানানো, উদাসিনদের অলসতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত করা, অজ্ঞতার অন্ধকারকে নিঃশেষ করে জ্ঞানের নূর প্রসার করা এবং মুসলমানকে এই উদ্দেশ্য অর্জন করার উৎসাহ প্রদান করে যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنْ شَآءَ الله **"** তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার প্রেরণা, মাদানী কাজের প্রতি আগ্রহী, নিজের প্রাণ ও মাল উৎসর্গকারী মুবাল্লিগদের নিজের ফয়েযের দৃষ্টি দ্বারা এমনভাবে ধন্য করেন যে, তাদেরকে মারকাযী মজলিশে শূরার মালা পরিয়ে দিয়েছেন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ব্যবস্থাপনাকে মারকাযী মজলিশে শুরার অধিন করে দিলেন। সমাজের যেই স্থানে সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, সেই বিষয়ে বিভাগ বানানো হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ✲ জ্ঞান প্রসারের জন্য আলিশান দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র **জামেয়াতুল মদীনা** (বালক ও বালিকা), দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষা সম্বলিত **দারুল মদীনা**, ✲ কোরআনের খেদমতে ব্যস্ত **মাদরাসাতুল মদীনা** (বালক ও বালিকা), ✲ মসজিদ ভরো কার্যক্রমের পাশাপাশি মসজিদ বানাও কার্যক্রমের জন্য **খুদ্দামুল মাসাজিদ** প্রতিষ্ঠা, ✲ **আল মদীনাতুল ইলমিয়া**র ন্যায় জ্ঞানগর্ব ও বিশ্লেষণ মূলক বিভাগ, ✲ **মাকতাবাতুল মদীনা**র ন্যায় আহলে সুন্নাতের অনেক বড় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, ✲ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য চিত্তকর্ষক ও জ্ঞানগর্ব বিষয় সম্বলিত **মাসিক ফয়যানে মদীনা**, ✲ মানুষের সম্মুখীন হওয়া সমস্যার শরয়ী সমাধানের জন্য **দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত** প্রতিষ্ঠা করা তালিকার শীর্ষে অবস্থিত। আর মিডিয়ার এই যুগে ইসলামী দুনিয়ার ১০০ ভাগ গুনাহ থেকে পবিত্র ইসলামী চ্যানেল **"মাদানী চ্যানেল"** তো ঘরে ঘরে পৌঁছে এমনভাবে নেকীর দাওয়াত প্রসার করছে যে, তা এক সেকেন্ডের দর্শকও এর বরকত লাভ করা থেকে বঞ্চিত থাকে না। হোক সে শিশু বা বৃদ্ধ, পুরুষ হোক বা মহিলা, প্রত্যেকেই **মাদানী চ্যানেলে**র বরকতে ইলমে দ্বীন অর্জন করছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার জগতে আরো একটি মহৎ বৈপ্লবিক কাজ করেছে, সেই মহৎ কাজ এবং খুশির সংবাদ হলো যে, ১লা রবিউল আউয়াল ১৪৪১হিজরী, ৩০ অক্টোবর ২০১৯ ইং **মাদানী চ্যানেলে উর্দূতে** শিশুদের জন্য Kids Madani Channel নামে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা শুরু করেছে, যা **প্রতিদিন বাংলাদেশ সময় বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত সম্প্রচারিত হয়**। সুতরাং এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজের শিশুদেরকে দুই ঘন্টার এই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানমালা অবশ্যই দেখান এবং এর বরকত অর্জন করুন।

১০৮টিরও বেশি বিভাগে বিভিন্ন ভাবে সুন্নাতের খেদমত এবং নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। তাঁর দ্বীনি খেদমতে করা এই চেষ্টা সূর্যের ন্যায় আলোকিত, যা আজ সারা দুনিয়ার আশিকানে রাসূল ওলামা ও জনসাধারণরা স্বীকার করছে।

আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপা দৃষ্টিতে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর একনিষ্ঠতা, তাঁর রাতদিনের প্রচেষ্টা, ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের দোয়া এবং আউলিয়ায়ে কিরামের ফয়েযে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** খুবই দ্রুততার সহিত মদীনার পানে ছুটে চলছে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকেও এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দ্বীন ইসলামের উন্নতির জন্য নিজের সময় এবং নিজের সম্পদ দান করার তৌফিক নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

"আল মদীনা লাইব্রেরী" মজলিশ

হে আশিকানে রাসূল! এখন আমরা যেমনটি শুনলাম যে, আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর জন্য ১০৮টিরও বেশি বিভাগে দ্বীন ইসলামের কাজ করে যাচ্ছে, এই বিভাগগুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"আল মদীনা লাইব্রেরী মজলিশ"**, এই মজলিশের অধীনে মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (মূল মসজিদের বাইরে আলাদা স্থানে) **"আল মদীনা লাইব্রেরী"** নামে একটি ইসলামী কিতাবখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যাতে নির্দিষ্ট সময়ে অধ্যয়ন করার জন্য সুন্দর পরিবেশ, অডিও, ভিডিও

বয়ান, মাদানী মুযাকারা শুনার এবং মাদানী চ্যানেল দেখার জন্য কম্পিউটার (Computers) ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। **"আল মদীনা লাইব্রেরী"**তে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত বিভিন্ন বিষয়াবলী সম্বলিত কিতাব ও পুস্তিকা রাখা হয়। **আল্লাহ পাক "আল মদীনা লাইব্রেরী মজলিশ"**কে উত্তরোত্তর সাফল্য দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জুতা পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১টি মাদানী ফুল"** থেকে জুতা পরিধানের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। ✻ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো, কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা ব্যবহার করতে থাকে, সে আরোহী অবস্থায় থাকে। (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়)। (মুসলিম, ১১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৯৬) ✻ জুতা পরার পূর্বে ঝেড়ে নিন যাতে পোকা বা কংকর ইত্যাদি বের হয়ে যায়। ✻ সর্বপ্রথম ডান পায়ে জুতা পরিধান করুন এরপর বাম পায়ে। খুলতে প্রথমে বাম পায়ের জুতা অতঃপর ডান পায়ের। ✻ **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং যখনই খুলে তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত। যাতে ডান পায়ের জুতা পরার সময় প্রথমে এবং খুলতে সবশেষে হয়।" (বুখারী, ৪/৬৫, হাদীস নং- ৫৮৫৫)

ঘোষণা

জুতা পরিধানের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)